



13957 - মানবজাতির রাসূলগণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন

মানুষদের জন্য নবীদের প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবীরা হলেন আল্লাহর দূত। তারা বান্দাদের কাছে আল্লাহর নরিদশোবলী পটৌছে দেন। আল্লাহর আদেশে মনে চললে তাদের জন্য যে নিয়ামত তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তারা এর সুসংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহর নযিধে অমান্য করলে যে চরিন্তন শাস্তি রয়েছে তা থেকে সতর্ক করেন। বান্দাদের কাছে নবীরা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলি বর্ণনা করেন। সেই জাতিগুলো তাদের রবের নরিদশেরে অবাধ্য হওয়ায় যে সকল শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো তাদের কাছে তুলে ধরেন।

এই সমস্ত ঐশী আদেশে-নযিধে মানুষেরে ববিকে-বুদ্ধি নজি নজি জানতে পারে না। তাই আল্লাহ শরয়ি আইন-কানুন প্রদান করছেন এবং আদেশোবলী ও নযিধোবলী আবশ্যক করে দিয়েছেন; যাতে তিনি মানুষকে সম্মানিত করতে পারেন এবং মানুষেরে কল্যাণ সংরক্ষণ করতে পারেন। কারণ হতে পারে লোকেরো নজিদেরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং অন্যদেরে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাদের অধিকার হরণ করবে। তাই আল্লাহর গভীর প্রজ্ঞা এই যে, তিনি সময়ে সময়ে কিছু রাসূল প্রেরণ করছেন; যাতে করে তাঁরা তাদেরকে আল্লাহর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে তাদেরকে সতর্ক করেন। তারা বান্দাদের কাছে উপদেশসমূহ পাঠ করেন এবং পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলি উল্লেখ করেন। কেননা বিস্ময়কর খবরাখবর যখন কানে পটৌছে, অদ্ভূত ঘটনাবলি যখন অন্তরকে জাগিয়ে তোলে তখন মানুষেরে ববিকে-বুদ্ধি সেগুলোকে গ্রহণ করে। ফলে মানুষেরে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং অনুধাবন সঠিক হয়। যে মানুষ বেশি বেশি শোনে সে তত বেশি ভাবে। আর যে যত বেশি ভাবে সে তত বেশি চিন্তাশীল হয়। আর যে যত বেশি চিন্তাশীল হয় সে তত বেশি জ্ঞানী হয়। আর যে যত বেশি জ্ঞানী হয় সে তত বেশি আমল করে। সুতরাং রাসূলদের প্রেরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নই এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় তাদের বকিল্প অনুপস্থিতি। [আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাওয়ারী রচিতি ‘আ’লামুন নুবুওয়াহ’ (পৃ. ৩৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: (ইবনে তাইমিয়্যা নামে প্রসিদ্ধ আহমদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালামের জন্ম ৬৬১ হিজরীতে। তার মৃত্যু ৭২৮ হিজরী সনে। তিনি ইসলামের একজন বড় আলমে ছিলেন। যার রচিতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে।) “বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সংস্কারের রসিলাত জরুরী। রসিলাতের অনুসরণ ছাড়া



যমেনভাবে আখরিতে তার কোনে কল্যাণ নহে, অনুরূপভাবে পার্থবি জীবনযাপনেও রসিলাতরে অনুসরণ ছাড়া তার কোনে কল্যাণ নহে। মানুষ শরীয়ত অনুসরণ করতে বাধ্য। কারণ সে দুই ধরনের মাঝে যে কোনে এক ধরনের কাজ করে। হয় সে এমন কাজ করে যা তার উপকার করে, নতুবা এমন কিছু করে যা তার ক্ষতিকর। শরীয়ত হলো এমন আলো যা পরিস্কার করে দেয় কোনেটা তার জন্য উপকারী, আর কোনেটা তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং শরীয়ত হলো যমীনে আল্লাহর আলো এবং বান্দাদের মাঝে তার ইনসাফ। এটি আল্লাহর ঐ দুর্গ যাত্রে কটে প্রবশে করলে সে নিরাপদ হয়ে যায়।

শরীয়ত দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তু আলাদা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এমনটি তো পশুরাও করতে পারে। গাধা, উটও তো যব আর ধুলাবালির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বরং শরীয়ত দ্বারা এমন কাজগুলোর মাঝে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য যগুলো বান্দার দুনিয়া ও আখরিতে তার ক্ষতিকর কিংবা উপকার করে। এমন উপকারী কিছু কাজ হলো: ঈমান, তাওহীদ, ইনসাফ, সদাচরণ, বশ্বিস্ততা, চারিত্রিকি পবিত্রতা, সাহসকিতা, জ্ঞান, ধর্ম, সৎকাজের আদর্শে ও অসৎকাজে নষিধে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, পতি-মাতার সাথে সদাচরণ, আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ, হক আদায়, এক আল্লাহর জন্য একনষিষ্ঠভাবে আমল করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর সিদ্ধান্তের কাছে সমর্পণ করা, তাঁকে সত্যায়ন করা এবং তার রাসূলগণ যা কিছু জানিয়েছে সেগুলোর সত্যায়ন করা ইত্যাদি আরো যত কিছু বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখরিতে কল্যাণকর ও উপকারী। এর বিপরীতে রয়েছে এমন সকল কিছু যা বান্দার দুনিয়া ও আখরিতে দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির কারণ।

রসিলাত না থাকলে জীবনের জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিস্তারিত জানা মানুষের আকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অন্যতম বড় নিয়ামত হলো তিনি তাদের কাছে তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করছেন, তাদের উপর তাঁর কতিবসমূহ অবতীর্ণ করছেন এবং তাদের কাছে সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক পথ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। যদি তিনি এমনটি না করতেন তাহলে তারা পশু কিংবা এর চেয়েও নকিষ্ট অবস্থায় থাকত। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসিলাত গ্রহণ করে এবং এর উপর অটল থাকে সে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং এর থেকে বেরিয়ে যায় সে নকিষ্ট সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সে কুকুর, শূকর এবং সকল নকিষ্ট প্রাণী থেকেও নকিষ্ট। পৃথিবীবাসী টকি থাকা তাদের মধ্যে রসিলাতের প্রভাবসমূহ বিদ্যমান থাকার উপর নির্ভরশীল। যখন পৃথিবী থেকে রাসূলদের অবদানসমূহ মুছে ফেলা হবে, তাদের হদোয়াতের আলামতগুলো বলিপ্ত করা হবে তখন আল্লাহ উর্ধ্ব জগৎ ও নম্ন জগৎ ধ্বংস করে দবিনে এবং কয়ামত সংঘটিত করবেন।

পৃথিবীবাসীর রাসূলদের প্রয়োজন তাদের সূর্য, চাঁদ, বায়ু ও বৃষ্টির প্রতি তাদের প্রয়োজনের মতো নয়। নজি জীবনের প্রতি মানুষের প্রয়োজনের অনুরূপও নয়। আলোর প্রতি চোখের প্রয়োজনের মতো নয়। খাবার-পানীয়ের প্রতি দেহের প্রয়োজনের মতো নয়। বরং মানুষের মনে যত কিছু উদিত হয় সে সব কিছুর চেয়েও এর প্রয়োজন অধিক তীব্র। রাসূলগণ হলেন আল্লাহর আদর্শে ও নষিধে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের

কাছে দূত। রাসূলদরে সর্বশেষে ব্যক্তি, তাদরে সর্দার ও তাদরে মধ্যঃ সর্বাধিক সম্মানতি হচ্ছনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাকে জগতবাসীর জন্য রহমত, জান্নাতরে পথচারীদের জন্য দলীল এবং সৃষ্টিকুলরে জন্য প্রমাণ হিসেবে প্রেরণ করছেন। তার আনুগত্য করা, তাকে ভালোবাসা, তাকে সম্মান করা ও তার অধিকার আদায় করা বান্দাদরে উপর ফরয করে দিয়েছেন। তিনি সকল নবী-রাসূলরে কাছ থেকে তার উপর ঈমান আনা ও তাকে অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন এবং তাদরেকে নরিদশে দিয়েছেন, যে সকল মুমনি তাদরেকে অনুসরণ করবে তাদরে কাছ থেকেও অনুরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করার। তিনি তাকে কয়ামতরে পূর্বে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠিয়েছেন। তার মাধ্যমে রসিলাতরে সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, বহিরান্তি থেকে সুপথ দেখিয়েছেন, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানরে দিশা দিয়েছেন। তার রসিলাতরে মাধ্যমে তিনি অন্ধ চোখ, বধির কান এবং আচ্ছাদতি অন্তরগুলো খুলে দিয়েছেন। অন্ধকার যমীন তার রসিলাতে আলোকিত হয়েছো। বর্ষিত থাকার পর তার মাধ্যমে অন্তরগুলোর মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তৈরি হয়েছো। তার মাধ্যমে আল্লাহ বক্র মতাদর্শকে সোজা করছেন এবং শুভ্র সঠিক পথকে স্পষ্ট করছেন। তিনি তার অন্তরকে প্রসন্ন করে দিয়েছেন এবং অন্তরে তার অপসারণ করে দিয়েছেন। তিনি তার স্মরণকে উচ্চকতি করছেন এবং তার নরিদশেরে বরোধিতকারী সবার জন্য তিনি লিঞ্ছনা রেখে দিয়েছেন। যে সময়টাতো রাসূলদরে বরিত চলছিল, কতিবসমূহ বলিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর বাণীকে বর্ষিত করা হয়েছিল, শরীয়তগুলো বদলে ফলো হয়েছিল, প্রত্যকে সম্প্রদায় নজিদে অন্যায় মতরে উপর নরিভর করত, নজিদে ভুল মতবাদ ও প্রবৃত্তি দিয়ে আল্লাহ ও মানুষদরে মাঝে বচির করত তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করছেন। ফলে আল্লাহ তার মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে সুপথ দেখোন, তার দ্বারা পথগুলোকে স্পষ্ট করনে এবং তাকে দিয়েই মানুষদরেকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসনে। তার মাধ্যমে আল্লাহ সফল এবং পাপীদেরকে আলাদা করে দনে। যে তার আদর্শ অনুসরণ করছে সে সুপথ গ্রহণ করছে। আর যে তার পথ থেকে সরে গিয়েছে সে পথচ্যুত হয়েছো ও সীমালঙ্ঘন করছে। তাই তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দরুদ ও সালাম বর্ষতি হোক এবং অনুরূপভাবে বর্ষতি হোক সকল নবী-রাসূলরে প্রতি।”[শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়্যার ‘কাইদাতুন ফী উজুবলি ই’তসামি বরি-রসিলাহ’ (খঃ ১৯, পৃ. ৯৯-১০২) মাজমুউল ফাতাওয়া থেকে গৃহীত। আরো দেখো যেতে পারে: লাওয়ামউল আনওয়ার আল-বাহয়্যাহ এবং খঃ ২, পৃ. ২১৬ ও ২৩৬]

রসিলাতরে প্রতি মানুষরে প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আমরা যে পয়েন্টগুলোতে উল্লেখ করতে পারি:

১- মানুষ সৃষ্ট ও প্রতিপালিত প্রাণী। তাকে অবশ্যই নজি স্রষ্টাকে জানতে হবে। তাকে জানতে হবে স্রষ্টা তার কাছে কী চান। আর কী জন্যই বা তাকে সৃষ্টি করছেন। মানুষ নজি নজি সেটি জানতে পারে না। নবী-রাসূলদেরকে চেনা এবং তারা যে সমস্ত হদোয়াত ও আলো নিয়ে এসছেন সেগুলোর মাধ্যমেই কেবল এটি জানা সম্ভব।

২- মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট। শরীরের খাদ্য হলো খাবার-পানীয়। আর আত্মার খাদ্য এমন কিছু যা স্রষ্টা নরিধারণ করছেন। আর তা হলো সঠিক দ্বীন ও নকে আমল। নবী-রাসূলরা সঠিক দ্বীন নিয়ে এসছেন এবং নকে আমলরে



দকি-নরিদশেনা দয়িছেনে।

৩- মানুষ সহজাতভাবে ধার্মিক। তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। এই ধর্মকে অবশ্যই সঠিক হতে হবে। সঠিক ধর্মাবলম্বন কেবল নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনা ও তারা যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনার মাধ্যমেই সম্ভব।

৪- মানুষের এমন পথ প্রয়োজন যা তাকে দুনিয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে তার জান্নাত ও সুখের নরিদশেনা দবিবে। আর এগুলোর পথ কেবল নবী-রাসূলরাই দেখাতে পারেন।

৫- মানুষ দুর্বল প্রাণী। তাকে কন্দের করে বহু শত্রু ঔৎ পতে থাকে। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে চায়। খারাপ সঙ্গীরা তার কাছে মন্দকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করে। তার মধ্যে রয়েছে এমন মন্দ আত্মা যা খারাপ কাজেরে নরিদশে দেয়। সুতরাং তার এমন কিছু প্রয়োজন যার মাধ্যমে সে নিজেকে শত্রুদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবে। নবী-রাসূলরো সেই পথ দেখিয়ে দয়িছেনে এবং স্পষ্টরূপে তার বিবরণ দয়িছেনে।

৬- মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। মানুষের পারস্পরিক মলোমশোর জন্য অবশ্যই আইন প্রয়োজন; যাতে করে তাদের মধ্যকার বিষয়গুলো ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালিত হয়। নতুবা তাদের জীবন বন-জঙ্গলের জীবনেরে অনুরূপ হবে। আর এ আইন এমন হওয়া আবশ্যিক যেন কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ছাড়া প্রত্যেকে প্রাপকরে অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। এমন পরিপূর্ণ আইন কেবল নবী-রাসূলরাই নিয়ে আসতে পারেন।

৭- মানুষের জন্য এমন কিছু প্রয়োজন যা তাকে আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক নিরাপত্তা দবিবে, প্রকৃত সুখেরে উপায়-উপকরণেরে পথ দেখাবে। নবী-রাসূলগণ সেই পথ দেখোন।